রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ১৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৭, ২০১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৫—২৭১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৫১—৬৩৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৯—৬৩১

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৩—২৪
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, পরিবীক্ষণ শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১১ ফাল্গুন ১৪২১/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং SEIP/কমিটি/২৪/২০১৪-২০১৫/২১—অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Support to Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU) এবং Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নের কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-৮ এবং তফসিল-২ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি (Tender/Proposal Evaluation Committee-TEC/PEC) গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক	নাম/পদবি	কমিটিতে অবস্থান
(১)	জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, যুগ্মসচিব (সামষ্টিক অর্থনীতি), অর্থ বিভাগ	চেয়ারপারসন
(২)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (ফান্ড-ম্যানেজমেন্ট-২), SDCMU/SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ	সদস্য

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

ক্রমিক	নাম/পদবি	কমিটিতে অবস্থান
(৬)	সহকারী প্রধান, পরিবীক্ষণ শাখা-৩, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৭)	সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (পাবলিক-১). SDCMU/SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ	সদস্য-সচিব

২। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা এবং আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্তাদি অনুসরণক্রমে

(ক) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করবেন;

(খ) সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

ফরিদ আহমেদ
সহকারী প্রধান।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-১১৯/৭৮-৫০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, পিতা-মৃত-খোরশেদ আলম, মাতা-মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, গ্রাম-টানকরাকৈর, ডাকঘর-পেচারআটা, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাংগাইল। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার ১০ নং রসুলপুর ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ, কোন উপযুক্ত আদালতের কোন রূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানী-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ ফাল্গুন ১৪২১/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং/পিটি/শাখা-২/২এ-৩৩/০৮-৪৩—বিলুপ্ত-বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)-এর সহকারী প্রকৌশলী, ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ-২, মহাখালী, ঢাকা জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক রমনা থানার মামলা নং-৩০, তারিখ ২১-১২-২০০৮ দায়ের এবং উক্ত মামলার প্রেক্ষিতে গত ২৫-০১-২০১১ তারিখে গ্রেফতার হওয়ায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস বিধি-৭৩ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) মোতাবেক তাকে এ বিভাগের ২১ জুলাই ২০১১ তারিখের স্মারক নং পিটি/শাখা-২/২এ-৩৩/২০০৮-৩৫১ মূলে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

২। যেহেতু, জনাব মোঃ শাহ্জাহান মিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত ৩০/২০০৮ নং মামলা হতে উদ্ভূত বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত-৩, ঢাকা এর মামলা নং-০৯/২০১১ এর অভিযোগ হতে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, বিজ্ঞ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে দুদক কর্তৃক উচ্চতর আদালতে রিভিশন দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, সহকারী প্রকৌশলী, ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-২, মহাখালী, বিটিসিএল (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত)-এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তাকে সরকারি চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলো।

৫। জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়ার সামরিক বরখাস্তকাল চাকুরীতে কর্মরত বলে গণ্য হবে এবং তিনি উক্ত সময়ের বেতন ও বিধি মোতাবেক অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৬। এ আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ মাঘ ১৪২১/২৯ জানুয়ারি ২০১৫

নং প্রম/রীট-১৮০/২০১০/ডি-২১/২৫—মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৪ মে ২০১০ তারিখের পত্র নম্বর মশিবিম/শা-সেল/রীট পিটিশন-১৮/০৮/৬২২(৪৫), অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারীদের সম্ভাব্য যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপভাবে একটি 'কমপ্লেইন্ট কমিটি' গঠন করা হল :

সভাপতি

(১) উপসচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন ১ম শ্রেণির মহিলা কর্মকর্তা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব (ডি-৯), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(৩) স্পারসো-এর একজন ১ম শ্রেণির মহিলা কর্মকর্তা

(৪) আবহাওয়া অধিদপ্তর-এর একজন ১ম শ্রেণির মহিলা কর্মকর্তা

সদস্য-সচিব

(৫) সিনিয়র সহকারী সচিব (শাখা ডি-২১), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২। কমিটির কার্য-পরিধি নিম্নরূপ :

রীট পিটিশন নম্বর ৫৯১৬/২০০৮-এর বিষয়ে গত ১৪ মে ২০০৯ তারিখে প্রদত্ত রায়ে মহামান্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক কর্মস্থলে নারীর প্রতি বৈষম্য তথা যৌন হয়রানিমূলক অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিলকরণ।

৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখের প্রম/রীট-১৮০/১০/ডি-২১/১৯২ নম্বর প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, এম, আবদুর রশীদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২১ মাঘ ১৪২১/৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং প্রম/অ:প:/ডিজিএমএস/২০১০/ডি-৫/০৪—National Institute of Traumatology and Orthopaedic Rehabilitation (NITOR), Dhaka-এর Consultant Surgeon of Orthopaedics and Spine Surgery পদে কর্মরত অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহ আলম, এমবিবিএস, এমএস (অর্থঃ), এফসিপিএস (সার্জারী), এফআরসিএস (অর্থোঃ সার্জারী)-কে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাসে লেঃ কর্নেল পদমর্যাদায় অবৈতনিক পরামর্শদাতা হিসাবে কমিশন প্রদানে সরকার সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। তাঁর যাতায়াত ও সম্মানী ভাতা বাবদ প্রতি মাসে টাকা ৩,০০০/- (তিন হাজার মাত্র) হারে ডিজিএমএস-এর বাজেট হতে ব্যয় করা যাবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ বিভাগ

সমন্বয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ ঃ ২১ মাঘ ১৪২১/৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ২৭.০০.০০০০.০৫২.০৩১.০০৮.২০১৪-৫৬—টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ এর ধারা ২৮(১) অনুযায়ী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে জ্বালানি নিরীক্ষণ সেল বিলুপ্ত ঘোষণা এবং উক্ত সেলে বর্তমানে কর্মরত ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হলো।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ ঃ ২৩ মাঘ ১৪২১/৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ২৭.০৫২.০২৮.০১.০০.০১২.১৯৯৫(অংশ-২)-৭৫—বিদ্যুৎ বিধিমালা, ১৯৩৭ এর রেগুলেশন এর বিধি ৪৮ (১) এর প্রবিধান-২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড (Electricity Liceancing Board) পুণর্গঠন করেন। উক্ত বোর্ডের সদস্য বিএ-৪৬২১ লেঃ কর্ণেল মোঃ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী, ওআইসি, ইএমই রিপিয়ার সেল, সিএমএইচ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা এর অন্যত্র স্থায়ীভাবে বদলী হওয়ার তদস্থলে বিএ-৩৯৪৬ লেঃ কর্ণেল মিনহাজ আহমেদ, ওআইসি, ইএমই রিপিয়ার সেল, সিএমএইচ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-কে ০৩ (তিন) বছরের অবশিষ্ট মেয়াদকাল অর্থাৎ আগামী ০৬-০৬-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ইকতিদার আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব (সম-২)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ ঃ ১৬ মাঘ ১৪২১/২৯ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৫৯.২০১৩-১৮—যেহেতু, ডাঃ তৌহিদা আখতার (১২৩৪৪৮), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম ৩১-১২-২০১১ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকতা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকতা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শনো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর 5(c) অনুযায়ী ডাঃ তৌহিদা আখতার (১২৩৪৪৮) গত ০১-০৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক তাঁর চাকুরি নিয়মিত হয়নি;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ তৌহিদা আখতার (১২৩৪৪৮), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ৩১-১২-২০১১ হতে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৬.২০১৩-২০—যেহেতু, ডাঃ এস এম এ জুলকার নাইন (১২২২৭২), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদপুর, পাবনা গত ২২-০৭-২০১০ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকতা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শনো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর 5(c) অনুযায়ী ডাঃ এস এম এ জুলকার নাইন (১২২২৭২) গত ০১-০৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক তাঁর চাকুরি নিয়মিত হয়নি;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ এস এম এ জুলকার নাইন (১২২২৭২), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদপুর, পাবনা-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২২-০৭-২০১০ হতে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৯ মাঘ ১৪২১/১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৪১.১৩-১০৮—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার (এসএএফ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে গত ১২-১২-২০১১ খ্রি. তারিখ পূর্বাহ্নে বান্দরবান জেলায় যোগদান করে গত ১৪-১২-২০১১ খ্রি. সকাল হতে ১৫-১২-২০১১ খ্রি. সকাল ১১:৩০ টা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে অফিসের সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে অনুপস্থিত থাকা গত ২০-১২-২০১১ খ্রি. হতে ২৪-১২-২০১১ খ্রি. পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ও ০২ (দুই) দিনের অনুমতি ছুটি ভোগের নিমিত্ত ১৯-১২-২০১১ খ্রি. অপরাহ্নে কর্মস্থল ত্যাগ করে ০৪ (চার) দিন অতিবাস করে ২৯-১১-২০১১ খ্রি. পূর্বাহ্নে অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে কর্মস্থলে যোগদান করা, মঞ্জুরীকৃত ১৫ (পনের) দিন চিত্তবিনোদন ছুটি ভোগের নিমিত্ত ১০-০৫-২০১২ খ্রি. অপরাহ্নে কর্মস্থল ত্যাগ করে ৫৯ (ঊনষাট) দিন অতিবাস করে ২৪-০৭-২০১২ খ্রি. অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে কর্মস্থলে হাজির হওয়া, চাকুরী না করার জন্য মোবাইল নম্বর ০১৭৩০-৩৩৬১৬৩ হতে পুলিশ সুপার, বান্দরবানের সরকারি মোবাইল নম্বর ০১৭১৩-৩৭৩৬৭৬ ম্যাসেস প্রদান করা, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যোগদানের পর হতে সরকারি কাজের প্রতি উদাসীন; দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি চরম অবহেলা, নিজের খেয়াল/খুশিমত পোশাক পরা ও চলাফেরা করা, অফিস চলাকালীন সরকারি কাজে মোবাইল ফোনে না পাওয়া, গত ১৬-০৮-২০১২ খ্রি. হতে ২১-০৮-২০১২ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) দিনের অনুমোদিত ছুটি ভোগের নিমিত্ত ১৫-০৮-২০১২ খ্রি. অপরাহ্নে কর্মস্থল ত্যাগ করে ছুটি ভোগ শেষে যথাসময়ে কর্মস্থলে হাজির না হওয়া এবং পুলিশ অধিদপ্তরের স্মারক নং-এস/২১-২০১০/(অংশ)/১৫৯১(৮), তারিখ : ১৪-০৩-১৩ খ্রি. এবং চট্টগ্রাম রেঞ্জ অফিস স্মারক নং-ফোর্স/৬২-২০১১/২৬৪৮(৯) তারিখ : ১৪-০৩-১৩ খ্রি. মূলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৯-০৩-১৩ পটুয়াখালী জেলায় সফর উপলক্ষে তার ব্যক্তি নিরাপত্তা ও সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকল্পে পটুয়াখালী জেলা পুলিশকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ১৫-০৩-২০১৩ খ্রি. অপরাহ্নে পটুয়াখালী জেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ডিউটি শেষে কর্মস্থলে হাজির না হওয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারী করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি এবং অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরণ, রকম ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা, পরীক্ষা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলেও অপেক্ষাকৃত নবীন এবং অপরাধ লঘু প্রকৃতির বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড দেয়া সমীচীন হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার (এসএএফ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা-কে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(সি) বিধি মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য 'দক্ষতাসীমা (Efficiency Bar) অতিক্রম বন্ধ রাখার' লঘুদণ্ডাদেশ প্রদান করা হ'ল।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২০ মাঘ ১৪২১/০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৬.১৪-১০৯—যেহেতু, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সাবেক পুলিশ সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা, বর্তমানে ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট অফিসার (পুলিশ সুপার), ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), প্রেষণে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে গত ০৮-০৯-২০১৩ তারিখে পুলিশ সুপার, লক্ষ্মীপুর হিসেবে যোগদানের পর থেকে জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়, তার চাহিদা মোতাবেক আরআরএফ, এপিবিএন ও অন্যান্য জেলা থেকে অতিরিক্ত ফোর্স প্রেরণ করা সত্ত্বেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় গত ১৪-১২-২০১৩ তারিখে এ্যাডিশনাল ডিআইজি (এএন্ডও), চট্টগ্রাম রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুর জেলায় আসেন এবং তাকেসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে বৈঠক করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। গত ১২-১২-২০১৩ ইং তারিখে র‌্যাব সদস্য লক্ষ্মীপুর জেলা সদরে সকাল অনুমান ০৬.৪৫ টায় টহল ডিইটি করাকালে বিএনপি-জামায়তসহ ১৮ দলের নেতাকর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় অবরোধের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করে র‌্যাবের গাড়ী বহর লক্ষ্য করে এলোপাতাড়িভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও গুলি করে। তখন র‌্যাব সদস্যরা রাবার বুলেট ফায়ার করলে দুস্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। ঐ দিন বেলা অনুমান ০৯.১৫ টায় পুলিশ লাইনের সামনের রাস্তায় ২০০০/২৫০০ জন বে-আইনী জনতা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পুনরায় র‌্যাবের টইল গাড়ী অবরোধ করে র‌্যাব সদস্যদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। তারা র‌্যাবের গাড়ী ভাংচুর করে অগ্নিসংযোগ করলে প্রথমে র‌্যাব সদস্যরা রাবার-বুলেট এবং এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পিস্তল, এসএমজি ও শর্টগানের গুলি ছোড়ে। অপরদিকে অবরোধকারীরাও মিছিল থেকে গুলি, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে (১) মাহবুব আলম (২) সুমন (৩) শিহাব (৪) হরিপদ দেবনাথ নামে ৪ (চার) জন নিহত হয়। লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে র‌্যাবের অভিযান, অবৈধ জনতা কর্তৃক র‌্যাব সদস্যদের ঘেরাও হওয়া, গোলাগুলিতে ৪ জনের প্রাণহানি এবং র‌্যাব সদস্যদের লক্ষ্মীপুর জেলা পুলিশ লাইনে আশ্রয় গ্রহণ করার মত পরিস্থিতিতেও তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়/নির্লিপ্ত ছিলেন। গত ১২-১২-২০১৩ ইং তারিখ হতে ১৪-১২-২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে লক্ষ্মীপুর জেলায় যখন নাশকতাকারীরা রাস্তায় গাছ ফেলে, বৈদ্যুতিক খুটি ফেলে, রাস্তা কেটে যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং ককটেল ফাটিয়ে ও গাড়ীতে আগুন দিয়ে এলাকায় নাশকতা/সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করেছে তখন তাদেরকে গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিশ্চুপ থেকে জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে তিনি দায়িত্বহীনতা ও ভীরুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে নাশকতা/সহিংসতা/বোমবাজিসহ সকল ধরণের অপতৎপরতা রোধকল্পে নিরাপত্তামূলক ও নিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর আক্রমণ প্রতিরোধ, স্থানীয় অবস্থা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক সতর্কতামূলক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও পুলিশ সুপার হিসেবে লক্ষ্মীপুর জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারী করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন; এবং

৩। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরণ ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণের' অভিযোগ লঘু প্রকৃতির বিচেনায় যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে 'লঘুদণ্ড' প্রদান করা বিবেচনাপ্রসূত হবে বলে প্রতীয়মান।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সাবেক পুলিশ সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা, বর্তমানে ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট অফিসার (পুলিশ সুপার), ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), প্রেষণে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হ'ল।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

সীমান্ত শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মাঘ ১৪২১/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৮.০৩.০৯৫.২০১৩-৩৯—বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের জন্মলগ্ন হতে শুরু করে কোস্টগার্ড সদস্যদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নিম্নবর্ণিত ০৯ (নয়) জনকে "বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক (বিসিজিএম)", ১০ (দশ) জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক (পিসিজিএম)", এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃংখলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ০৮ (আট) জনকে "বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক (বিসিজিএম)-সেবা" ও ০৮ (আট) জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক (পিসিজিএম)-সেবা" প্রদান করা হলো ঃ

ক। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক

ক্রমিক নং	ব্যক্তিগত নং/ সরকারী সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের জন্য সুপারিশকৃত
১	২	৩	৪
(১)	৫৬৭	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মাজেদুল হক, (এন), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক
(২)	৮৪৩	কমান্ডার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক
(৩)	৮৫১	কমান্ডার এম মাকসুদ আলম, (ই), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক
(৪)	১০২৬	কমান্ডার মোহাম্মদ মুফতি মাহমুদ খান, (ট্যাজ), বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক

১	২	৩	৪
(৫)	২০৮৯	লেঃ হুসনী মুবারক (এক্স), বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক
(৬)	৯০০৫৫৮	এম হাবিবুর রহমান, পিও	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক
(৭)	৯১০৫৩৬	এম হাছান, পিও (আর)	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক
(৮)	৯২০৩৬০	এম এ ইসলাম, পিওআরএস(জি)	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক
(৯)	২০১১০১৫৫	এম আব্দুস সামাদ, এমই-১	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক

খ। প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক

ক্রমিক নং	ব্যক্তিগত নং/ সরকারী সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের জন্য সুপারিশকৃত
(১)	৯৭৫	লেঃ কমান্ডার এস এম মাসুদুল ইসলাম, (ট্যাজ), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(২)	২০১১	লেঃ মোজাহিদুর রহমান সুফী, (এক্স), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(৩)	২০২২	লেঃ মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, (এক্স), বিএনভিআর	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(৪)	২১২৪	লেঃ এম আরিফ হোসেন, (এক্স), বিএনভিআর	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(৫)	২৩৬৭	সাঃ লেঃ এম হাসানুর রহমান, (এসডি), (কম), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(৬)	৮৬০১৫৪	এম এন নবী, পিও	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(৭)	৯০০১৬৪	এম কে উদ্দিন, পিও	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(৮)	৯৪০০৬৮	এম কে আলম, পিও	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(৯)	২০০৫০৫০৭	এম এস আলম, এলএমই	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক
(১০)	২০০৮০৬৮৮	এ আল ফয়সাল, এবি	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক

গ। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা

ক্রমিক নং	ব্যক্তিগত নং/ সরকারী সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের জন্য সুপারিশকৃত
১	২	৩	৪
(১)	২৫২	রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মকবুল হোসেন, (ট্যাজ), এনডিইউ, পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(২)	৫০৩	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, (সি), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৩)	৬৬৩	ক্যাপ্টেন কাজী মেহেদী মাসুদ, (এনডি), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৪)	৭৫১	কমান্ডার আবুল কাসেম মোহাম্মদ মারুফ হাসান, (এস), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৫)	১০৭৫	কমান্ডার মোহাম্মদ জহিরুল হক, (সি), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৬)	১২০৬	লেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, (এন), বিএন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৭)	৯০০৩৫২	এম এ আলীম, পিও	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৮)	৯৪০৫৪২	এম মোস্তাফিজুর রহমান, পিও	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পদক-সেবা

ঘ। প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা

ক্রমিক নং	ব্যক্তিগত নং/ সরকারী সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের জন্য সুপারিশকৃত
(১)	৫১৩	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, (এস), পিএসসি, বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(২)	৭০৭	লেঃ কমান্ডার শরীফ উদ্দিন আহাম্মদ, (ট্যাজ), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৩)	১৪৪২	লেঃ কমান্ডার সাইফুল আহমেদ, (ই), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৪)	১৭০৮	লেঃ কমান্ডার মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, (ই), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৫)	১৯৫১	লেঃ এম শহীদুল ইসলাম, (এস), বিএনভিআর	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৬)	২২৪৯	ইঃ লেঃ মোঃ নূর আলম, বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৭)	৯০০৪০৯	এম ফরহাদ হোসেন, পিও (কিউএ-১)	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা
(৮)	২০০৭০৩১১	এম আরিফুল হক, এল/রাইটার	প্রেসিডেন্ট কোস্টগার্ড পদক-সেবা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ পৌষ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৪২.০৩৩.০৩.০০.১৪৭.২০১১(১)-১৬—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯নং আইন) এর ৮২(১) ধারা অনুযায়ী সরকার চৌধুরী এমদাদুল হক, পিতা মৃত মকসুদুল হক চৌধুরী, মাতা মৃত আমিরুননেছা, গ্রাম+পোঃ মানিকদাহ, গোপালগঞ্জকে জেলা পরিষদ, গোপালগঞ্জ এর প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করলেন।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জুবাইদা নাসরীন
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ মাঘ ১৪২১/৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩৩.০১.০০০০.১১৮.১৮.০০৪.০৬-৭০—মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২০-০২-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৬ষ্ঠ সভার সুপারিশ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮-১২-২০১৪ তারিখের ০৫.০২.০০০২.১৫৭.২৮.০২২.৯৯-২৯১ স্মারক এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৫-০১-২০১৫ তারিখের ০৭.১৫৪.০২৮.৩৩.০০.০০১.২০১৪.৩২ স্মারকের সম্মতির প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা চিড়িয়াখানা (Dhaka Zoo) এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা (Bangladesh National Zoo) হিসেবে নামকরণ করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে,এফ,এম, জেসমীন আখতার
উপ-সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৬ এপ্রিল ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-১১৯/৭৮-২২২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ উবাইদুল্লাহ্, পিতা মোঃ আব্দুল লতিফ, গ্রাম-নরজনা, ডাকঘর-কে, মোহনপুর, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাংগাইল।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার ০২ নং ঘাটাইল ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
মানব সম্পদ শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ ফাল্গুন ১৪২১/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ১১.০০.০০০০.৮০৪.১২.৩৬০.১৩.(খণ্ড-১).৮৬—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের বিভাগীয় বাছাই কমিটির ০৫-১১-২০১৪ তারিখের সভার সুপারিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ৮০.১১১.০১২.০০.০০.০০৮.২০১৪-৪৯নং স্মারক মোতাবেক এ সচিবালয়ের সিনিয়র ইমাম (৩য় শ্রেণী) পদে কর্মরত জনাব আবু নাঈম মোঃ ইব্রাহিম-কে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর অন্তর্ভুক্ত ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০/- টাকা বেতন স্কেলে (১০ম গ্রেডে) ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ একই সচিবালয়ের 'সিনিয়র ইমাম' দ্বিতীয় শ্রেণী-তে মান উন্নীতকরণ করা হলো।

আদেশক্রমে

মোহাম্মদ খালেদ রহীম
সিনিয়র সহকারী সচিব।